



গদ্য

প্রবাস বন্ধু

সৈয়দ মুজতবা আলী

এই অধ্যায়ের বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্নের বিশ্লেষণ:

বোর্ড	২০২৪					২০২৩					২০২২					২০২০					২০১৯					২০১৮					২০১৭				
	CQ				M C Q	CQ				M C Q	CQ				M C Q	CQ				M C Q	CQ				M C Q	CQ				M C Q	CQ				M C Q
	ক	খ	গ	ঘ		ক	খ	গ	ঘ		ক	খ	গ	ঘ		ক	খ	গ	ঘ		ক	খ	গ	ঘ		ক	খ	গ	ঘ		ক	খ	গ	ঘ	
ঢাকা					১	১	১	১	১	১					১					২	১	১	১	১	১										
রাজশাহী					১	১	১	১	১	১					১					১															
চট্টগ্রাম	১	১	১	১		১	১	১	১	১					১					১					১										
সিলেট					২					১					১					১															
বরিশাল					১					১					১										১										
যশোর						১	১	১	১						১																				
কুমিল্লা					১					১					২					১	১	১	১	১	১										
দিনাজপুর					১	১	১	১	১	১					২					১															
ময়মনসিংহ					১					২					১					২															

MCQ প্রশ্ন ও সমাধান



বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নসমূহ

- ০১। ‘হরফন-মৌলা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
 (a) সকল কাজ পণ্ডকারী [ঢা.বো.’২৪; ব.বো.’২৩]
 (b) মৌলা সকল কাজে ওস্তাদ
 (c) সকল কাজে দালালি
 (d) সকল কাজের কাজি
- ০২। ‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পে লেখকের অধিক শোকে পাথর হওয়ার কারণ কী?
 (a) খাবারের অধিক্য (b) রান্নায় দক্ষতা
 (c) খাবারের অপচয় (d) রান্নায় বিলম্ব
 নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
 রূপের নাই তো শেষ তোমার
 আমার প্রিয় জন্মভূমি
 ভালোবাসি সবুজের সমারোহ
 সত্যিই অপরূপ তুমি।
- ০৩। উদ্দীপকের সাথে কোন রচনাটির সাদৃশ্য রয়েছে?
 (a) আম-আঁটির ভেঁপু (b) প্রবাস বন্ধু [সি.বো.’২৪]
 (c) বার্গার গান (d) কপোতাক্ষ নদ

- ০৪। উদ্দীপকটি কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? [সি.বো.’২৪]
 (i) স্মৃতিকাতরতা (ii) স্বদেশ প্রেম
 (iii) প্রকৃতির বর্ণনা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (a) i (b) i, ii (c) i, iii (d) ii, iii
- ০৫। ‘ও রভোয়া’ শব্দের অর্থ কী? [য.বো.’২৪]
 (a) আজ বিদায় (b) আবার আসিও
 (c) আবার দেখা হবে (d) আবার কথা হবে
- ০৬। ‘প্রবাস বন্ধু’ রচনায় লেখক কোন খাবারটি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন?
 [কু.বো.’২৪; রা.বো., কু.বো.’২২]
 (a) আঙুর (b) ফালুদা
 (c) সবুজ চা (d) আখরোট
- ০৭। ‘প্রবাস বন্ধু’ রচনায় দুয়ার মাংসের গামলায় কোনটিকে লেখকের চোখে অপাঙক্তেয় মনে হয়েছে। [দি.বো.’২৪; ঢা.বো.’২৩]
 (a) আলু (b) বাদাম
 (c) কিসমিস (d) মাংস
- ০৮। আফগানিস্তানের রিলিফম্যাপের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ চেহারা কার?
 [ম.বো.’২৪, ২০]
 (a) অধ্যক্ষ জিরার (b) আমির রহমানের
 (c) মুজতবা আলীর (d) আবদুর রহমানের

উত্তরমালা

০১. d	০২. a	০৩. b	০৪. d	০৫. c	০৬. b
-------	-------	-------	-------	-------	-------





- ০৯। ‘প্রবাস বন্ধু’ রচনায় আবদুর রহমানের মধ্যে ফুটে উঠেছে—
(i) সরলতা (ii) দেশপ্রেম [রা.বো.’২৩]
(iii) আতিথেয়তা
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii
- ১০। লেখকের মতে আবদুর রহমান কয়জনের খাবার রান্না করেছিল? [চ.বো.’২৩]
(a) তিন (b) চার (c) পাঁচ (d) ছয়
- ১১। কাবুল থেকে খাজামোল্লা গ্রামটির দূরত্ব কত? [সি.বো.’২৩, দি.বো.’২২, ২০]
(a) দেড় মাইল (b) আড়াই মাইল
(c) সাড়ে তিন মাইল (d) পাঁচ মাইল
- ১২। ‘আমার বাড়ি যাইও ভোমর
বসতে দেব পিঁড়ে
জলপান যে করতে দেব
শালি ধানের চিড়ে।’
‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পে আবদুর রহমানের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
উদ্দীপকে প্রাসঙ্গিক, তা হলো— [কু.বো.’২৩]
(i) সৌজন্যবোধ (ii) অতিথি পরায়ণতা
(iii) কর্মদক্ষতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii
- ১৩। ‘এবার তুমি গিয়ে ভাল করে খাও।’ — ‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণ
কাহিনির এ বক্তব্যে লেখকের কোন ভাব ফুটে উঠেছে? [দি.বো.’২৩]
(a) বিদ্বেষ (b) বিরক্তি (c) ক্ষোভ (d) ঘৃণা
- ১৪। লেখক শীতকালটা পানশিরেই কাটাতে চান কেন? [ম.বো.’২৩, ২০]
(a) প্রশিক্ষণের জন্য
(b) শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচতে
(c) আপন প্রাণ বাঁচানোর জন্য
(d) আবদুর রহমানকে খুশি করতে
- ১৫। ‘তাগদ’ শব্দের অর্থ কী? [ম.বো.’২৩]
(a) শক্তি (b) আনন্দ (c) কৌশল (d) তাড়া দেয়া
- ১৬। রাইফেল চালানোর কথা শুনে আবদুর রহমানের একগাল হাসি
প্রমাণ করে তার— [ঢা.বো.’২২]
(a) আন্তরিকতা (b) বুদ্ধিমত্তা
(c) সাহসিকতা (d) সাবলীলতা

- ১৭। ‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পটি সৈয়দ মুজতবা আলীর কোন গ্রন্থ থেকে
নেওয়া হয়েছে? [ম.বো.’২২]
(a) দেশে-বিদেশে (b) চাচা কাহিনী
(c) পঞ্চতন্ত্র (d) শবনম
- ১৮। ‘এক একবার দম ফেললে একশটা বেমারি বেরিয়ে
যাবে’—এ কথার দ্বারা ‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণ কাহিনিতে কী
বোঝানো হয়েছে? [সি.বো.’২২]
(a) মনোমুগ্ধকর দৃশ্য (b) নির্মল প্রকৃতি
(c) ঋতু বৈচিত্র্য (d) জীবনযাত্রা
- ১৯। আবদুর রহমানের বিবেচনায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান কোনটি?
(a) খাজামোল্লা (b) পানশির [চ.বো.’২০]
(c) কাবুল (d) পাগমান
- ২০। কোনটি আফগানিদের একটা সংস্কার? [কু.বো.’২০]
(a) আপ্যায়ন (b) বিনয়
(c) গুরুভক্তি (d) অতিথি সেবা
- ২১। “আবদুর রহমান তাড়াতাড়ি এসে অভয় বাণী দিল।”—এ
বাক্যে আবদুর রহমান কীসের অভয় বাণী দিল? [চ.বো.’১৯]
(a) বরফের (b) খাবারের
(c) শীতের (d) নিরাপত্তার
- ২২। আবদুর রহমানের অতিথিপরায়ণতায় লেখকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে
কিন্তু তাঁকে মুগ্ধ করেছে যে গুণ তা হলো— [সি.বো.’১৯]
(a) সরলতা (b) কর্মদক্ষতা
(c) দেশপ্রেম (d) অভিজ্ঞতা
- ২৩। ‘প্রবাস বন্ধু’ রচনায় পাগমান পাহাড়ের রং কী? [ব.বো.’১৯]
(a) সাদা (b) নীল (c) কালো (d) ধূসর
- ২৪। “আমার বাড়ি যাইও ভোমর
বসতে দেব পিঁড়ে
জলপান যে করতে দেব
শালি ধানের চিড়ে।”
‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পের আবদুর রহমান চরিত্রের যে দিকটি
উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে — [কু.বো.’১৯]
(i) সৌজন্যবোধ (ii) কর্মনিষ্ঠা (iii) স্বদেশপ্রেম
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

উত্তরমালা

০৯. d	১০. d	১১. b	১২. a	১৩. b	১৪. c	১৫. a	১৬. d
১৭. a	১৮. b	১৯. b	২০. c	২১. b	২২. a	২৩. b	২৪. b





বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

- ২৫। 'প্রবাস বন্ধু' গল্পটি 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থের কোন অংশ থেকে নেয়া হয়েছে?
- (a) একাদশ (b) পঞ্চদশ
(c) দ্বাদশ (d) সপ্তদশ
- ২৬। 'বাতাসের উপর ভর করে যেন উড়ে চলে যায়'- কোথাকার মানুষ?
- (a) কাবুল (b) খাজামোল্লা
(c) পানশির (d) ফরাসি
- ২৭। আবদুর রহমানের উচ্চতা কত ছিল?
- (a) সাড়ে ছ ফুট (b) ছ ফুট চার ইঞ্চি
(c) ছ ফুট (d) পৌনে ছ ফুট
- ২৮। 'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর'- এটি আসলে কী?
- (a) খনার বচন (b) প্রবাদ বাক্য
(c) নীতিকথা (d) তত্ত্বকথা
- ২৯। প্রবাস বন্ধু আবদুর রহমান কাবুলের কোন ধরনের চা পরিবেশন করেছিল?
- (a) বাদামি (b) লাল
(c) কালো (d) সবুজ
- ৩০। সবশেষে আবদুর রহমান কী নিয়ে এসেছিল?
- (a) ফালুদা (b) আঙ্গুর
(c) বাদাম, আখরোট (d) আপেল
- নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
রফিক সাহেবের দারোয়ান আরমানকে দেখে চমকে যায় সবাই। ছ ফুট লম্বা, বিশালদেহী, বাঁজখাই কণ্ঠ। কিন্তু তার মন অনেক ভালো এবং সরলতায় ভরা। আরমানকে বেশ স্নেহ করেন রফিক সাহেব।
- ৩১। উদ্দীপকের আরমানের সাথে নিচের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?
- (a) জিরার সাহেব (b) লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী
(c) আবদুর রহমান (d) আমির
- ৩২। উভয় চরিত্রের সাদৃশ্য—
- (i) শারীরিক গড়নে (ii) পেশাগত অবস্থানে
(iii) স্বভাবগত সারল্যে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii
- ৩৩। আবদুর রহমানের কোন জিনিসটি লেখকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছিল?
- (a) বিনয় (b) আদিখ্যেতা
(c) বাচালতা (d) অতিরিক্ত আতিথেয়তা

- ৩৪। আবদুর রহমানের চরিত্রে নিচের কোন কোন দিকগুলো ফুটে উঠেছে?
- (a) বিনয় ও অহংকার
(b) স্বদেশপ্রেম ও সারল্য
(c) আতিথেয়তা ও দৃঢ় মনোবল
(d) আত্মমর্যাদা ও অহমিকা
- ৩৫। আবদুর রহমানের সরল আতিথেয়তাকে লেখক শেষ পর্যন্ত কীভাবে নিয়েছিলেন?
- (a) নিরাসক্তভাবে (b) সাদামাটাভাবে
(c) অসন্তুষ্ট হয়ে (d) শ্রদ্ধার সাথে
- ৩৬। 'মর্তমান জাতের কলা' কোথায় উৎপন্ন হয়?
- (a) মায়ানমারের মার্ভাবান দ্বীপ (b) মায়ানমারের রেঙ্গুন
(c) ভারতের মর্তমান জেলা (d) আফগানিস্তান
- ৩৭। লেখক আবদুর রহমানের হাতের আঙ্গুলকে কীসের সাথে তুলনা করেছেন?
- (a) সবরিকলা (b) মর্তমান কলা
(c) কলাগাছ (d) সাগর কলা
- নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
সাইদা বড় হয়েছে তার নানা বাড়ি সিলেটের শিমুলবাগানে। সুযোগ পেলেই সবাইকে সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে বেড়ায় সে। এমনকি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে বসে, তার সাথে তার গ্রামে যাবার জন্য।
- ৩৮। উদ্দীপকের সাইদার সাথে তোমার পঠিত কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?
- (a) শোঁপা (b) জিরার
(c) আবদুর রহমান (d) লেখক
- ৩৯। তাদের চরিত্রের সাদৃশ্যপূর্ণ দিক কোনটি?
- (a) সারল্য (b) দক্ষতা
(c) বাচালতা (d) দেশপ্রেম
- ৪০। প্রথম দিন ঘরে ঢুকে আবদুর রহমান কীসের দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়ে ছিল?
- (a) দরজার দিকে (b) জানালার দিকে
(c) নদীর দিকে (d) কার্পেটের দিকে
- ৪১। উঁচু নীল পাহাড়ের গায়ে সাদা সাদা বরফ দেখা যায় কখন?
- (a) শরৎকালে (b) বর্ষাকালে
(c) গ্রীষ্মকালে (d) শীতকালে
- ৪২। বরফ আনার জন্য কী ব্যবহার করা হয়?
- (a) গরু (b) গাধা
(c) ঠেলাগাড়ি (d) কুকুর
- ৪৩। 'লব-ই-দরিয়া' বলতে বোঝানো হয়েছে-
- (a) ফোরাত নদীর তীর (b) গোমতি নদীর তীর
(c) হিন্দ নদীর তীর (d) কাবুল নদীর পার

উত্তরমালা

২৫. b	২৬. c	২৭. b	২৮. b	২৯. d	৩০. b	৩১. c	৩২. c	৩৩. d	৩৪. b
৩৫. d	৩৬. a	৩৭. b	৩৮. c	৩৯. d	৪০. d	৪১. c	৪২. b	৪৩. d	





MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান



বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নসমূহের সমাধান

- ১৮। সমাধান: (b); বেমারি মানে— পীড়া, রোগ, ব্যাধি। দম নেওয়াতে রোগ বেরিয়ে যাবে এমনটা বলা হয়েছে। তাই এর দ্বারা নির্মল প্রকৃতিকেই বোঝানো হয়েছে। নির্মল বলতে বোঝায় ময়লাহীন বা পরিষ্কার।
- ২০। সমাধান: (c); গুরুজনদের দিকে তাকাতে নেই, আফগানিস্তানে এ ধরনের একটা সংস্কার আছে।
- ২৩। সমাধান: (b); ফালুদার বরফের উৎস উঁচু নীল পাগমান পাহাড়ের গায়ের সাদা বরফ।

জ্ঞানমূলক CQ প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর



বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ CQ প্রশ্নসমূহ

- ০১। ‘রুজ’ কী? [চ.বো.’২৪]
উত্তর: রুজ হলো গাল রাঙানোর প্রসাধনী।
- ০২। আবদুর রহমান কার মতো লেখকের মুশকিল-আসান করবে? [চ.বো.’২৩]
উত্তর: আবদুর রহমান ভীমসেনের মতো লেখকের মুশকিল আসান করবে।
- ০৩। বরফ আসে কোথা থেকে? [রা.বো.’২৩]
উত্তর: বরফ আসে পাগমানের পাহাড় থেকে।
- ০৪। ‘ও রভোয়া’ শব্দের অর্থ কী? [চ.বো.’২৩]
উত্তর: ‘ও রভোয়া’ অর্থ ‘আবার দেখা হবে’।
- ০৫। আবদুর রহমানের উচ্চতা কত? [য.বো.’২৩]
উত্তর: আবদুর রহমানের উচ্চতা ছয় ফুট চার ইঞ্চি।



বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ CQ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

- ০৭। কোন আঙুর আফগানিস্তানে বিখ্যাত?
উত্তর: বাগেবালার বরফি আঙুর আফগানিস্তানে বিখ্যাত।
- ০৮। আবদুর রহমান কেমনভাবে লেখকের দিকে তাকান?
উত্তর: আবদুর রহমান করুণভাবে লেখকের দিকে তাকান।

অনুধাবনমূলক CQ প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর



বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ CQ প্রশ্নসমূহ

- ০১। ‘শীতকালটা আমি পানশিরেই কাটাব’—বুঝিয়ে লেখ। [চ.বো.’২৪]
উত্তর: লেখক নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য শীতকালটা পানশিরে কাটাতে চান।
আবদুর রহমান যখন লেখককে তার জন্মস্থান পানশিরের বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন তিনি লেখককে বলেন যে, সাতদিন জানালার ধারে বসে শুধু পানশিরের বরফ পড়ার সৌন্দর্য উপভোগ করা যাবে। তখন লেখকও আবদুর রহমানের সাথে পানশির যেতে রাজি হন। কারণ আবদুর রহমান যদি রান্না বা রান্না ফেলে জানালার পাশে বসে বরফ পড়ার দৃশ্য উপভোগ করে তাহলে লেখককে না খেয়ে থাকতে হবে। তাই লেখক নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য মজার ছলে আবদুর রহমানকে বলেন যে, তিনি শীতকালটা আবদুর রহমানের সাথে পানশিরেই কাটাবেন।





০২। আবদুর রহমান তার গোঁফ কামিয়ে ফেলার কথা বলেছিল কেন? ব্যাখ্যা কর।

[ঢা.বো.'২৩]

উত্তর: পানশিরের প্রাকৃতিক পরিবেশের নির্মলতার প্রতি আত্মবিশ্বাস থেকে আবদুর রহমান উক্তিটি করেছিলেন।

আবদুর রহমান তার নিজ দেশ পানশিরের চমৎকার পরিবেশের বর্ণনা দিচ্ছিল। পানশিরের শীতকালের তীব্র শীত এবং সতেজ ও পরিষ্কার বায়ুর বর্ণনা করছিল। তার মতে পানশিরের আবহাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। সেখানে কিছুদিন থাকলে মানুষের খাবারের রুচি বৃদ্ধি পায়। সেটা লেখককে বুঝাতে গিয়ে সে বলে যে পানশির থেকে এসে লেখক যদি আস্ত একটা দুম্বা না খেতে পারে তবে সে তার গোঁফ কামিয়ে ফেলবে।

০৩। কাবুলের হাওয়া তো হাওয়া নয় আতসবাজির হুঙ্কার— কেন একথা বলা হয়েছে? বুঝিয়ে লেখ।

[রা.বো.'২৩]

উত্তর: কাবুলের খারাপ আবহাওয়ার কথা বোঝাতে আবদুর রহমান এ কথা বলেছে।

আবদুর রহমানের মতে কাবুলের আবহাওয়া খুবই খারাপ। সেখানকার বায়ু ও পানি দূষিত। পানি গালানো পাথরের মতো। আবার বাতাস আতসবাজির হুঙ্কার মতো উষ্ণ ও ভারী। এই আবহাওয়া খাবারের রুচি কমিয়ে দেয়। ফলে সহজে ক্ষুধা লাগেনা। কাবুলের এই খারাপ আবহাওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়েই আবদুর রহমানের এই দূষিত বায়ুকে আতসবাজির হুঙ্কার উপমা দিয়ে উপস্থাপন করেছে।

০৪। লেখক ‘থ’ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?/ অল্প শোকে কাতর, ‘অধিক শোকে পাথর লেখক কেন একথা বলেছেন’? বুঝিয়ে লেখ।

[য.বো.'২৩; দি.বো.'২৩]

উত্তর: আবদুর রহমানের রাতের খাবারের জন্য করা বিরাট আয়োজন দেখে লেখক ‘থ’ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন/প্রশ্লোভ উক্তিটি করেছেন।

আবদুর রহমান শুধু একজনের জন্য প্রায় ছয়জনের সমান রান্না করে। গামলাভর্তি কোরমা, এক ঝুড়ি কোফতা, পোলাও, মুরগির রোস্ট, আটটি ফুল সাইজের শামী কাবাব। এতো আয়োজন দেখে লেখক হতভম্ব হয়ে যায়। আবার পরে ফালুদা, বরফি আঙুর এবং সর্বশেষে কাবুলি সবুজ চা। তাঁর একার জন্য এত খাবারের আয়োজন দেখে তাই লেখক ‘থ’ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন/লেখক বলেন, ‘অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।’



বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ CQ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

০৫। লেখক আবদুর রহমানের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গাত্মক ভাব প্রকাশের জন্য প্রশ্লোভ উক্তিটি করেন।

উত্তর: আবদুর রহমান যখন লেখককে পানশিরের বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন তিনি লেখককে বলেন যে, সাত দিন জানালার ধারে বসে শুধু পানশির বরফ সৌন্দর্য উপভোগ করা যাবে। তখন লেখকও আবদুর রহমানের সাথে পানশিরে যেতে রাজি হন। এতে আবদুর রহমান অনেক খুশি হলে তখন লেখক মজা করে বলেন, তিনি পানশিরে যাবেন আবদুর রহমানকে খুশি করার জন্য নয়, বরং নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য। কারণ, আবদুর রহমান যদি রান্নাবান্না ফেলে জানালার পাশে বসে বরফ পড়ার সৌন্দর্য উপভোগ করে তাহলে লেখককে না খেয়ে থাকতে হবে।

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন



বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ CQ প্রশ্নসমূহ

০১। দৃশ্যপট-১: “তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়

গাছের ছায়ায় বনের লতায় উদাসী বনের বায়;

মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি

মোর দেহখানি রহিয়াছে ভরি।”

দৃশ্যপট-২: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর “পুরাতন ভৃত্য” কবিতায় পুরাতন ভৃত্য কেষ্ট সম্পর্কে বলেছেন-

“বড় প্রয়োজন ডাকি প্রাণপণ চিৎকার করি ‘কেষ্টা’

যত করি তাড়া নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।

তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে;

একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করে আনে।”

[চ.বো.'২৪]

(গ) দৃশ্যপট-১ এর সাথে ‘প্রবাস বন্ধু’ রচনার সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবটি বর্ণনা কর।

৩

(ঘ) “দৃশ্যপট-২ এর কেষ্টার বিপরীত বৈশিষ্ট্যই ‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পের আবদুর রহমান চরিত্রের বড়দিক” বিশ্লেষণ কর।

৪



উদ্ভাস



০২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেবেলায় ব্রজেশ্বর ছিল তাঁদের বাড়ির চাকরদের সর্দার। বাড়ির ছোটদের তত্ত্বাবধান ও খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব ছিল ব্রজেশ্বরের উপর। ছোটরা খেতে বসলে সে সকলকে একটি একটি করে লুচি আলগোছে দুলিয়ে জিজ্ঞেস করত আর দেবে কি না। রবীন্দ্রনাথ তার মনোভাব বুঝতে পেরে লুচি, দুধ ইত্যাদি খাবারে নিজের অনীহা প্রকাশ করতেন। বেঁচে যাওয়া এসব খাবার চলে যেত ব্রজেশ্বরের আলমারিতে।

[ঢা.বো.'২৩]

(গ) উদ্দীপকের ব্রজেশ্বর এবং ‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পের আবদুর রহমানের মাঝে আচরণগত যে বৈসাদৃশ্য ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) “উদ্দীপকটি ‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পের মূল ভাবকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে।”— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

০৩। “ফুলবাবু বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কোলকাতায় যান। তার বন্ধু রবিন তাকে দেখাশোনার কাজে সোমেনকে নিয়োজিত করে। রান্নাবান্না, ঘর গোছানো, বাজার করা, কোনো কাজে অলসতা নেই সোমেনের। আন্তরিকতার সাথে সে ফুলবাবুর সেবা যত্ন করে। দেশে ফেরার সময় হলে ফুলবাবু সোমেনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে সে বলে, “এ দেশ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না বাবু। খাই বা না খাই, দেশের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাই।”

[ঢা.বো.'২৩]

(গ) উদ্দীপকের ফুলবাবুর সেবায়ত্ন পাওয়ার বিষয়টি ‘প্রবাস বন্ধু’ রচনার কোন দিককে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের সোমেন এবং ‘প্রবাসবন্ধু’ রচনার আবদুর রহমান দুজনেই স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪



বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ CQ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

০৪। একটি সাধারণ সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে গড়ে প্রায় ৬০ শতাংশ লোক গৃহকর্মী বা চাকরের ওপর নির্ভরশীল। এদের বয়সভেদে শিশু হতে বৃদ্ধ পর্যন্ত রয়েছে। ব্যস্ততম জীবনে নগরবাসীর অন্যতম প্রয়োজন গৃহকর্মী। এদের মাঝে স্বল্পসংখ্যক স্থায়ীভাবে কাজ করে। এরা মূলত গৃহকর্তার বাসায় প্রায় সকল কাজই করে থাকে। আবার বেশিরভাগই অস্থায়ী ভিত্তিতেও কাজ করে। তবে কিশোর হতে যুবা বয়সিরা অনেকেই চাকরিদাতার কাছে মানসিক এবং শারীরিকভাবে নিপীড়িত হয়, যার হার প্রায় ৫২ শতাংশ। এই হারে উদ্বিগ্ন মানবাধিকার সংস্থাগুলো। মানবাধিকার রক্ষায় এদের আরও বেশি সামাজিক নিশ্চয়তা প্রদান করা উচিত বলে বোদ্ধাগণ মনে করেন।

(গ) ‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণকাহিনির আবদুর রহমান ও উদ্দীপকের গৃহকর্মীর মাঝে কী সাদৃশ্য বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) “চাকরিদাতা হিসেবে ‘প্রবাস বন্ধু’ ভ্রমণকাহিনির লেখক ও উদ্দীপকের নিয়োগদাতা ভিন্ন মানসিকতাসম্পন্ন” বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান



বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ CQ প্রশ্নসমূহের সমাধান

০১। গ. দৃশ্যপট- ০১ এর সাথে প্রবাস বন্ধু রচনার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হচ্ছে নিজ জন্মভূমির সৌন্দর্যের বর্ণনার পাশাপাশি সেখানে বেড়াতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানানো।

‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পে আবদুর রহমান লেখকের ভূত। সে লেখকের সব কাজ করে দেয়। পাশাপাশি সে লেখককে তার গ্রাম পানশিরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়। শীতকালে পানশিরের সৌন্দর্য, বরফ পড়া, ঝড়ো বাতাস, পেঁজা পেঁজাতুলোর উড়ে বেড়ানোর গল্প শোনায়। পানশিরের মানুষ যেন হাওয়ায় ভেসে চলে। রাস্তাঘাট সব বরফের নিচে ঢাকা পড়ে যায়। একবার দম নেয়াতে যেন একশোটা বেমারি বেরিয়ে যায়। আবদুর রহমান লেখককে তার গ্রাম পানশিরে ঘুরে আসার আমন্ত্রণ জানান।

মূলত আবদুর রহমানের মধ্যে যে স্বদেশপ্রেম, সরলতা, অতিথিপরায়ণতা প্রকাশ পেয়েছে তা-ই দৃশ্যপট ১ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।





ঘ. দৃশ্যপট-২ এর কেপ্টার বিপরীত বৈশিষ্ট্যই ‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পের আবদুর রহমান চরিত্রের বড়ো দিক উজ্জ্বলি যথার্থ।

দৃশ্যপট- ২ এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার পুরাতন ভৃত্য কেপ্টার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন তার ‘পুরাতন ভৃত্য’ কবিতায়। তার ভৃত্য অলস প্রকৃতির। তাকে কোনো কাজের জন্য ডাকলে সারা দেশ খুঁজেও পাওয়া যায়না। সে এতটাই অকর্মণ্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীন যে তাকে কোনো কিছুর দায়িত্ব দিলে সে তা করতে অবহেলা করে নয়তো কোনো কাজ করতে দিলে তা চোখের পলকেই পণ্ড করে ফেলে। মোটকথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভৃত্য কেপ্টার দায়িত্ব তার মনিবের সেবা করা কিন্তু সে তার উল্টো স্বভাবের।

‘প্রবাস বন্ধু’ লেখকের ভৃত্য আবদুর রহমানের চরিত্রের মধ্যে সরলতা, স্বদেশপ্রেম, অতিথিপরায়ণতা, মনিবের প্রতি ভৃত্যের দায়িত্বশীলতা সবই পরিলক্ষিত হয়। লেখক কাবুলে অবস্থানকালে তার দেখভালের জন্য আবদুর রহমান নামে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। যে একাই একশো। তাকে বলা হয় ‘হরফন- মৌলা’ অর্থাৎ সকল কাজের কাজি। লেখকের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় অধিক কাজ করে। একজনের জায়গায় ছয়জনের রান্না করে লেখকের সামনে পরিবেশন করে। লেখকের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করে নিমিষেই। লেখককে তার এলাকা পানশিরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়। আবদুর রহমান লেখককে তার বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ জানায়।

আবদুর রহমান এতটাই অমায়িক ও অনুগত ছিল যে কখনোই লেখকের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেনি। লেখককে মনিব বা অতিথি হিসেবে সে যথেষ্ট সম্মান করে। লেখকের যত্ন নেয়াই তার প্রধান কাজ হয়ে ওঠে।

এসব দিক বিবেচনায় বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভৃত্য কেপ্টার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে আবদুর রহমানের এসব বৈশিষ্ট্যই তার চরিত্রের বড়ো দিক।

০২। **গ.** উদ্দীপকের ব্রজেশ্বর ও ‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পের আবদুর রহমানের মাঝে আচরণগত বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। আবদুর রহমানের আচরণে সরলতা, সততা ও দায়িত্ববোধের উপস্থিতি লক্ষ করা গেলেও ব্রজেশ্বরের আচরণে তা অনুপস্থিত।

উদ্দীপকের ব্রজেশ্বরের উপর রবীন্দ্রনাথদের পরিবারের ছোটোদের খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু সে এই দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করত না। বরং সে এমন কৌশল অবলম্বন করত যাতে বাচ্চারা খেতে অনীহা প্রকাশ করত। এসব খাবার সে নিজের জন্য রেখে দিত। এই আচরণ তার মধ্যে বিদ্যমান কুটিলতা, অসততা, দায়িত্বের প্রতি অবহেলাকে নির্দেশ করে।

পক্ষান্তরে ‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পে আবদুর রহমানের ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়। সে ‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পের লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর যথাসাধ্য সেবায়ত্ত্ব করে। লেখকের জন্য সে অনেক পদের খাবার রান্না করে। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করে। তার মধ্যে কোনো কুটিলতা ছিল না। তার এই সরল আতিথেয়তায় লেখকের মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলেও শেষ অবধি লেখক একে শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করেন। আবদুর রহমানের এই সকল গুণাবলি ব্রজেশ্বরের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাই উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে বিবেচনা করে বলা যায় ব্রজেশ্বর ও আবদুর রহমানের মাঝে সততা, সরলতা ও দায়িত্ববোধের দিক থেকে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘প্রবাস বন্ধু’ গল্পের মূলভাবকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে।” – মন্তব্যটি যথার্থ। কারণ উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ও মূলভাব ‘প্রবাস বন্ধু’ এর থেকে আলাদা এবং অনেকটাই বিপরীতধর্মী।

উদ্দীপকে ব্রজেশ্বর নামক এক চাকরের কথা বলা হয়েছে যে ছিল লোভী প্রকৃতির। সে কৌশলে বাচ্চাদের খাবার নিজের কাছে রাখতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার মনোভাব বুঝে খেতে অনীহা প্রকাশ করতেন। উদ্দীপকে একই সাথে রবীন্দ্রনাথের দয়াশীলতা ও লজ্জাশীলতা এবং ব্রজেশ্বরের কুটিলতা, অসততা ও দায়িত্বের প্রতি অবহেলা লক্ষ করা যায়।

পক্ষান্তরে ‘প্রবাস বন্ধু’ রচনার প্রেক্ষাপটে আলাদা ধরনের চিত্র ফুটে ওঠে। গল্পে ফুটে ওঠে আবদুর রহমানের সরলতা, আতিথেয়তা ও দায়িত্ববোধের চিত্র। তার মাধ্যমে সমগ্র আফগানিস্তানের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। এছাড়াও সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে আফগানিস্তানের সংস্কৃতি, আবহাওয়া ও পরিবেশ। মূলত এই রচনাটিতে সৈয়দ মুজতবা আলীর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। গল্পটি আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জীবন, জগৎ ও সমাজ-সংস্কৃতিকে ভাবতে শেখায়।

উদ্দীপকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্যকালের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। গৃহকর্মে নিয়োজিত কিছু মানুষের অসততার চিত্র দেখিয়ে গৃহকর্মীদের কেমন হওয়া উচিত তা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ‘প্রবাস বন্ধু’ রচনায় লেখক আফগানিস্তানের বর্ণনা দিয়েছেন। লেখক তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তাই সঠিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রস্তোত মন্তব্যটি যথার্থ।





০৩। গ. উদ্দীপকের ফুলবাবুর সেবায়ত্ন পাওয়ার বিষয়টি ‘প্রবাস বন্ধু’ রচনার অতিথিপরায়ণতা ও দায়িত্ববোধের যে দিকটি রয়েছে তাকে ইঙ্গিত করে।

উদ্দীপকের ফুলবাবু কোলকাতায় গেলে তার দেখাশোনার জন্য সোমেনকে রাখা হয়। সোমেন ফুলবাবুর সমস্ত কাজ করে দেয় এবং আন্তরিকতার সাথে তার সেবা করে। তার অতিথিপরায়ণতা ও দায়িত্ববোধ ফুলবাবুকে মুগ্ধ করে। তাকে সাথে নিয়ে যেতে চায়। ‘প্রবাস বন্ধু’ রচনাটিতেও আবদুর রহমানের মাধ্যমে বিষয়গুলি ফুটে উঠেছে। সেও তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। লেখকের যাবতীয় কাজ সে করে দেয়। লেখককে খুশি করার জন্য সে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে। তার জন্য বিভিন্ন পদের খাবার রান্না করে। তার এই আতিথেয়তাকে লেখকও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেছেন। এই আতিথেয়তা ও সুন্দরভাবে কর্ম সম্পাদনই সোমেন ও আবদুর রহমানের অন্যতম সাদৃশ্যপূর্ণ দিক।

ঘ. “উদ্দীপকের সোমেন এবং ‘প্রবাস বন্ধু’ রচনার আবদুর রহমান দুজনেই স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত” – মন্তব্যটি যথার্থ। তারা উভয়েই দেশপ্রেমের সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

উদ্দীপকের সোমেন অত্যন্ত কর্ম চঞ্চল। সে তার সব কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে। কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে অকৃত্রিম দেশপ্রেম। মাতৃভূমির প্রতি তার অনেক টান। এজন্যই ফুলবাবু তাকে সেখান থেকে নিজের দেশে নিয়ে যেতে চাইলে সে রাজি হয়নি। সে যেকোনো মূল্যে নিজ দেশের মাটি আঁকড়ে থাকতে চায়।

‘প্রবাস বন্ধু’ রচনার আবদুর রহমানের মধ্যেও একই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তবে তা প্রকাশ পেয়েছে ভিন্নভাবে। সে জীবিকার তাগিদে তার মাতৃভূমি পানশির থেকে দূরে অবস্থান করছে। কিন্তু সে তার নিজ দেশকে ভুলে যায়নি, সেখানকার আবহাওয়া ভুলে যায়নি। সে এখনও নিজের মাতৃভূমির ব্যাপারে গর্ব করে, সেখানকার সৌন্দর্য গর্বের সাথে বলে বেড়ায়। লেখককে নিজ জন্মভূমিতে যেতে আহ্বান জানায়।

সোমেন ও আবদুর রহমান উভয়েই দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সোমেন দেশপ্রেমের কারণে তার মাতৃভূমি ছাড়তে চায়না আবার আবদুর রহমান জীবিকার তাগিদে দেশত্যাগ করলেও নিজ দেশকে স্মরণ করতে সে ভোলে না। দুজনের দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন হলেও মাতৃভূমির প্রতি টান একই রকম। তাই উপর্যুক্ত আলোচনাসমূহ যথাযথভাবে বিবেচনা করে বলা যায়, উদ্দীপকের সোমেন ও আবদুর রহমান উভয়েই স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত।



বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ CQ প্র্যাক্টিস প্রবলেম সমাধান

০৪। গ. “প্রবাস বন্ধু” ভ্রমণকাহিনির আবদুর রহমান এবং উদ্দীপকের গৃহকর্মীর মধ্যে পেশাগত দিক থেকে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। মানুষ বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে, যা আদিম যুগ থেকে চলমান। এই কাজের মাধ্যমে মানুষ তার জীবিকা অর্জন করে থাকে। “প্রবাস বন্ধু” কাহিনিতে, আবদুর রহমান লেখকের জন্য সব ধরনের কাজ করে, যেমন রান্না, বাজার করা, এবং ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। তার এই সব কাজের মাধ্যমে সে তার জীবিকা নির্বাহ করে। একইভাবে, উদ্দীপকের গৃহকর্মীরাও তাদের নিয়োগকর্তার জন্য বিভিন্ন কাজ করে থাকে এবং শহুরে জীবনে তারা অনেকের জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তাদেরও জীবনযাত্রার জন্য এই কাজের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এইভাবে, আবদুর রহমান এবং উদ্দীপকের গৃহকর্মীর মধ্যে জীবিকা ও কাজের দিক থেকে কিছু অভিন্নতা দেখা যায়।

ঘ. চাকরিদাতা হিসেবে “প্রবাস বন্ধু” ভ্রমণকাহিনির লেখক এবং উদ্দীপকের নিয়োগদাতাদের মধ্যে মানসিকতার পার্থক্য স্পষ্ট। মানুষ জীবিকার জন্য একে অপরের ওপর নির্ভরশীল এবং নিয়োগদাতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হতে পারে। কিছু নিয়োগদাতা কর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও অনেকেই কঠোর মনোভাব রাখেন।

“প্রবাস বন্ধু” ভ্রমণকাহিনিতে লেখক আবদুর রহমানের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তিনি তার গৃহকর্মী আবদুর রহমানের বিভিন্ন ধরনের কাজ দেখে কিছুটা অবাক এবং বিরক্ত হলেও তার প্রতি কঠোর আচরণ করেননি। বরং, লেখক বেশিরভাগ সময় কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য করেছেন।

অপরদিকে, উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী, গৃহকর্মীদের মধ্যে ৫২ শতাংশ নিয়োগদাতার হাতে শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হয়, যা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে।

এই পার্থক্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, “প্রবাস বন্ধু” ভ্রমণকাহিনির লেখক একটি সহানুভূতিশীল মানসিকতা প্রদর্শন করেছেন, যেখানে উদ্দীপকের নিয়োগদাতাদের মধ্যে অনেকেই গৃহকর্মীদের প্রতি অত্যাচারী মনোভাব পোষণ করেন। সুতরাং, এই মন্তব্যটি যথাযথ।

